ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ ২০১৫-২০১৬ প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর
দশম জাতীয় সংসদের (সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন)

১. পার্লামেন্টওয়াচ কী?

পার্লামেন্টওয়াচ জাতীয় সংসদের কার্যক্রমসমূহের ওপর টিআইবি'র নিয়মিত তথ্যভিত্তিক একটি গবেষণা প্রতিবেদন। সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রস্তাব করাই এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অপরিসীম। সংসদীয় কার্যক্রমের অপরিসীম ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে প্রতিটি অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন পর্যায়ে পাঁচটি (আগস্ট ২০০২, মে ২০০৩, ডিসেম্বর ২০০৩, মার্চ ২০০৫, জুন ২০০৬) এবং পরবর্তীতে সবগুলো অধিবেশনের ওপর ১টি সংকলিত প্রতিবেদন (ফেব্রুয়ারি ২০০৭) প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় নবম সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে মোট ৪টি প্রতিবেদন (জুলাই ২০০৯, জুন ২০১১, জুন ২০১৩, মার্চ ২০১৪) এবং দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের ওপর প্রতিবেদন (জুলাই ২০১৪) প্রকাশ করে। পরবর্তী প্রতিবেদন জুন ২০১৪ থেকে জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। বর্তমান প্রতিবেদনটি এই সিরিজের ১৩তম প্রতিবেদন যা সেপ্টেম্বর ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. গবেষণা পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

পার্লামেন্টওয়াচ গবেষণায় পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় ধরনের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। সংসদ টিভিতে সরাসরি প্রচারিত সংসদের কার্যক্রম শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস সংক্রান্ত তথ্য, কোরাম সংকট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, অনির্ধারিত আলোচনা, সাধারণ আলোচনা, সদস্যদের আচরণ ও ভাষার ব্যবহার, ওয়াক আউট, সংসদ বর্জন, সদস্যদের উপস্থিতি, বিরোধী দলের ভূমিকা ইত্যাদি। সংসদ সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও কমিটির প্রকাশিত প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, সংবাদপত্র, বই ও প্রবন্ধ থেকেও তথ্য সংগৃহীত হয়। সংসদ টিভিতে প্রত্যক্ষযোগ্য নয় এমন বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে গবেষণা দলের প্রতিনিধিরা অধিবেশন কক্ষে সরাসরি উপস্থিত থেকে সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

৩. সংসদ থেকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংসদকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

পূর্বের ন্যায় দশম সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে গবেষণা পরিচালনার জন্য লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগৃহীত হয়।

৪. টিআইবি'র মতে এই প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় উঠে এসেছে?

টিআইবি'র এই প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণে অধিবেশনের গড় বৈঠককাল তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি, আইন প্রণয়নে মোট ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার পূর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি, প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট কিছুটা হ্রাস, বিরোধী দলের সংসদ বর্জন না করা করা এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে পূর্বের অধিবেশনগুলোর তুলনায় বিরোধী দলের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনার মতো কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। তবে আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেলেও আইন প্রতি ব্যয়িত গড় সময়ের তুলনামূলক বৃদ্ধি খুব কম। অন্যদিকে সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে আরও কিছু চ্যালেঞ্জ লক্ষ্য করা যায় -

- সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের আচরণে বিধির ব্যত্যয়;
- অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি;
- অন্যান্য পর্বে (অনির্ধারিত আলোচনা, বাজেট ও রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা) সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত আলোচিত হত্যাকান্ড, জঙ্গী অপতৎপরতা, আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ক আলোচনা করা হলেও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্বে উক্ত বিষয়সমূহ উত্থাপন করে আলোচিত না হওয়া (*অধিবেশনে উত্থাপিত নোটিস পর্যবেক্ষণ করে*);
- আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সদস্যদের আলোচনার জন্য উপস্থাপিত না হওয়া;
- আইন প্রণয়ন পর্বে সদস্যদের (বিশেষ করে সরকারি দল) কম অংশগ্রহণ;
- বিরোধী সদস্যদের মতামত ও প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে বিবেচিত না হওয়া;
- আইন প্রণয়নে জনমত গ্রহণের বিদ্যমান পদ্ধতিগুলোর কার্যকরতার ঘাটতির ফলে জন অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ;
- সংসদীয় কার্যক্রমের আইন প্রণয়ন ও প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ;
- সদস্যদের সংশ্লিষ্ট কমিটি সম্পর্কিত ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা, বিধি অনুযায়ী কমিটি সভা না হওয়া, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা ও বাধ্যবাধকতা না থাকা;
- সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত (সংসদের কার্যবিবরণী) ও কমিটি সংশ্লিষ্ট তথ্যের (কমিটি প্রতিবেদন) উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি ।

৫. কোরাম সংকটের আর্থিক মূল্য কি পদ্ধতিতে প্রাক্কলন করা হয়?

কোরাম সংকটের সময় সম্পর্কিত তথ্য সংসদ টিভিতে সরাসরি প্রচারিত সংসদের কার্যক্রম রেকর্ড করে স্টপওয়াচের মাধ্যমে গণনা করা হয়। সংসদ শুরুর নির্ধারিত সময় থেকে শুরুর সময় এবং নামাজ বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম সংকটজনিত সময় প্রাক্কলিত করা হয়। সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ২৩৮.৩৩ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৭.০৫ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ১.১২ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৬.৮১ কোটি টাকা (২০১৫-১৬)। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংসদের অধিবেশনের মোট প্রকৃত সময় ২৪৩ ঘন্টা ৯ মিনিট (কোরাম সংকটসহ)। এই হিসেবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থ মূল্য দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৩৪ টাকা। এ হিসাবে সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে কোরাম সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য ৪৭ কোটি ২০ লক্ষ ৩৩ হাজার ২০৪ টাকা এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের সময়ের অর্থমূল্য ৪৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ১৫২ টাকা। এ প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের ভিত্তিতে কোরাম সংকটের অর্থমূল্য সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে ।

৬. টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি ডক্যুমেন্ট, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের স্টেকহোল্ডার হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্যে নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এই প্রতিবেদন সংক্রান্ত অতিরিক্ত আরও কিছু জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন ০১৭১৩০৬৫০১৬, ই-মেইল info@ti-bangladesh.org

টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশের দিনে মূল প্রতিবেদনসহ এর সার সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয়। এছাড়া যে কেউ ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।

৭. জাতীয় সংসদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ কি সংসদ অবমাননা বা জনগণকে অবমাননা করার শামিল?

জনগণের রায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদ এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যরা কী ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করছেন তা জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। জন প্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন, আইনের সংস্কার ও জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সংসদকে কার্যকর করতে জাতীয় সংসদের ওপর গবেষণা পরিচালনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করে তা জনগণের কাছে প্রকাশ করা এই অধিকার পূরণে সহায়ক। উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংসদকে কার্যকর ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুশীল সমাজ বা বিভিন্ন সামাজিক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংসদ রিপোর্ট কার্ড বা সংসদ পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ কোনোভাবেই জাতীয় সংসদ বা জনগণকে অবমাননা করার শামিল নয়। উল্লেখ্য, বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ এর ১৪ ধারা অনুযায়ী, বাংলাদেশের সংবিধান এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এই প্রতিবেদনে কোনো ধরনের বিদ্বেষমূলক ও অশালীন মন্তব্য করা হয়নি।

৮. অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও টিআইবি এই প্রতিবেদন কেন প্রকাশ করছে?

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টি এবং সর্বোপরি একটি সুশাসিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জন-সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বিবেক (বিল্ডিং ইন্টিগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেকটিভ চেইঞ্জ) প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মহান জাতীয় সংসদকে জবাবদিহিতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে টিআইবি ২০০১ সাল থেকে জাতীয় সংসদের কার্যক্রম, সংসদ সদস্যদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন বিষয়ে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা প্রতিবেদন 'পার্লামেন্টওয়াচ' প্রণয়ন করে আসছে। টিআইবি প্রত্যাশা করে এই গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

উল্লেখ্য, জাতীয় সংসদ কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি'র ধারাবাহিক গবেষণা এবং এর সুপারিশের ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের ফলে ইতিমধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ/কার্যক্রম লক্ষ্যণীয় যেমন - সংসদ সদস্য আচরণ বিল, ২০০৯ সংসদে পাসের জন্য স্থায়ী কমিটির সুপারিশ; কোরাম সংকট, সদস্যদের অনুপস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে অধিবেশনে সংসদ নেতা, সদস্য এবং স্পিকারের আলোচনা; টিআইবি'র প্রতিবেদনের সমালোচনা সত্ত্বেও এর তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন সময়ে ইতিবাচকভাবে আলোচনায় উত্থাপন করা হয়েছে। এই গবেষণা প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্য সমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন জাতীয় সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে টিআইবি আশা করে।